ঋণ প্রদানকারিদের জন্য বিধিসম্মত কাজের নিয়মাবলীর সহায়ক নির্দেশিকা

DBOD. Leg. No.BC. 104 /09.07.007/2002-03

৫ই মে, ২০০৩

সকল তালিকাভুক্ত বানিজ্যিক ব্যাংক/সকল ভারতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
(আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক এবং আঞ্চলিক ব্যাংকগুলি বাদে)

মাননীয় মহাশয়,

ঋণ প্রদানকারিদের জন্য বিধিসম্মত কাজের নিয়মাবলীর সহায়ক নির্দেশিকা

ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত ঋণ প্রদানকারিদের দায়বদ্ধতা আইনের কার্যনির্বাহী দলের সুপারিশ অনুযায়ী,আমরা সরকার কয়েকটি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে, ঋণ প্রদানকারিদের জন্য বিধিসম্মত কাজের নিয়মাবলীর প্রয়োজনীয়তা কতটা তা বুঝতে চেষ্টা করেছি। নির্দেশিকাগুলি চুরান্ত করা হয়েছে এবং সমস্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি কে উল্লেখিত নির্দেশিকা অনুসারে,তাদের বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সদের দিয়ে অনুমোদিত, একটি বিধিসম্মত কাজের নিয়মাবলী তৈরী করতে বলা হচ্ছে।

২। **নির্দেশিকা**

(১) ঋণের আবেদন ও তাদের প্রক্রিয়াকরন

(ক) অগ্রনী ক্ষেত্রের জন্য ২ লাখ টাকা অবধি ঋণের ক্ষেত্রে, আবেদন পত্রটিতে সমস্ত বিষয়- যেমন প্রক্রিয়াকরনের জন্য ফি বা পারিশ্রমিক, আবেদন গ্রাহ্য না হলে এই টাকার কতটা ফেরত দেওয়া হবে, আগে টাকা দেওয়া যাবে নাকি,এবং ঋণগ্রহীতার স্বার্থকে প্রভাবিত করে এমন কোনো জিনিস- এই সবের উল্লেখ থাকতে হবে যাতে করে অন্যান্য ব্যাংকের সাথে তুলনা করে ঋণগ্রহীতা ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

(খ) ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সকল ঋণের আবেদন পত্র জমার রসিদ দেবে। ২ লাখ টাকা অবধি ঋণের টাকা কতদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে তারও উল্লেখ এই রসিদে করা থাকবে।

(গ) ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণের আবেদন পত্রের প্রতিপাদন অল্প সময়ের মধ্যে করবে। যদি আরো কোনো কাগজ-পত্রের দরকার হয় তবে তা ঋণগ্রহীতাকে তৎক্ষনাৎ জানাতে হবে।

(ঘ) যে সব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহনকারীদের ২ লাখ টাকা অবধি ঋণের আবেদন গ্রাহ্য হবে না, সেই সব ক্ষেত্রে ব্যাংককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে হবে, কেন সঠিক পর্যালচনার পরে এই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি।

(২) ঋণের মুল্যায়ন এবং শর্তাবলী

(ক) ঋণপ্রদানকারীকে ঋণের আবেদনের সঠিক মুল্যায়ন করতে হবে। নিজেদের কতটা লাভ থাকছে বা কি অর্থপত্র থাকছে -এই বিষয়গুলি ঋণগ্রহীতার ঋণ পাবার যোগ্যতার পরিবর্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে না।

(খ) ঋণপ্রদানকারী ঋণ গ্রহনকারীকে সকল শর্তাবলী এবং সর্বাধিক ঋণের সীমা সম্পর্কে জানাবে এবং ঋণ গ্রহনকারীর স্বিকারপত্রটি নিজেদের কাছে রাখবে।

(গ) ঋণের সমস্ত শর্তাবলী এবং অন্যান্য আইন, যে গুলি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হয়েছে, সেগুলি সব লিখিতভাবে কোনো বৈধ আধিকারীক কে দিয়ে সই করাতে হবে। এই ঋণপত্রটির একটি নকল এবং তাতে উল্লেখিত সমস্ত কাগজ-পত্রের নকলও ঋণগ্রহীতাকে দিতে হবে।

(ঘ) যে সমস্ত ঋণ-সঙ্ক্রান্ত বিষয়গুলি ঋণ-প্রদানকরীর ইচ্ছাধীন,সেগুলির যতদুর সম্ভব স্পষ্ট উল্লেখ, ঋণপত্রে থাকতে হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঋণ গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার শর্তাবলী- যেমন উর্ধসীমার বাইরে টাকা তোলা, ঋণপত্রে উল্লেখিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ঋণের টাকা করচ করা, এবং যে অ্যাকাউন্ট অনাদায়ী ঋণের শ্রেনীভুক্ত হয়ে গেছে,অথবা যে ক্ষেত্রে ঋণের শর্ত মানা হয়নি, এমন অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার সুবিধা বন্ধ করা। এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঋণপ্রদানকারী ঋণগ্রহীতাকে তার ব্যবসার প্রসার ইত্যাদির জন্য ঋণের উর্ধসীমার যথেষ্ঠ মুল্যায়ন না করে ঋণ দিতে বাধ্য নয়।

(ঙ) গোষ্ঠীবদ্ধ ঋণদানের ক্ষেত্রে সমস্ত ঋণদানকারী সংস্থাগুলি একযোট হয়ে ঋণগ্রহনের যোগ্যতার মুল্যায়ন করার বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করবে এবং সঠিক সময়ের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে।

(৩) ঋণ দান এবং তার শর্তাবলীর রদ-বদল

ঋণপ্রদানকারী এটা দেখবে যাতে শর্ত অনুযায়ী সঠিক সময়ের মধ্যে ঋণের টাকা প্রদান করা হয়। ঋণপ্রদানকারী সুদ,পরিসেবার জন্য প্রদেয় টাকা, বা অন্য কোনো শ্রতের রদবদল হলে তা জানাবে। তারা এটাও দেখবে যে এই সব বদলের বিষয়ে যাতে আগাম জানিয়ে দেওয়া যায়।

(৪) ঋণদানের পরে তত্ত্বাবধান

(ক) ঋণদানের পরে,বিশেষ করে ২লাখ টাকা ঋণ পর্যন্ত, প্রদানকারী এই বিষয়ে নজর রাখবে যাতে তার কারনে ঋণগ্রহীতার কোনো অসুবিধা না হয়।

(খ) যদি কোনো কারনে পুরোটাকা ফেরত নেওয়া বা পরিশোধ ত্বরান্বিত করার স্বিদ্ধান্ত নিতে হয় ,তবে প্রদানকারী সেই বিষয়ে গ্রহীতাকে জানাবে এবং ঋণপত্রে উল্লীখিত সময় এবং এমন কোনো শর্ত না থাকলে যথেষ্ঠ সময় দেবে।

(গ) ঋণের টাকা ফেরত পাওয়ার পর যদি প্রদানকারীর অন্য কোনো ন্যায়-সম্মত দাবি না থাকে তবে সে ঋনের জন্য জমা রাখা বন্ধকি গ্রহীতাকে ফেরত দিয়ে দেবে। যদি কোনো অনাদায়ী দাবি থাকে, যার দরুন প্রদানকারী বন্ধকি রাখতে অধিকারি তবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ গ্রহীতাকে জানাবে।

(৫) সাধারণ

(ক) ঋণপ্রদানকারী শর্তে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া ঋণগ্রহীতার অন্য কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। (যদি না এমন কোনো নতুন বিষয় নজরে আসে যার সম্বন্ধে আগে জানা যায়নি।)

(খ) ঋণপ্রদানকারীরা ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গ,জাত এবং ধর্মের উপর কোনো বৈষম্য করবে না। কিন্তু এতে করে তাদের দুর্বল শ্রেনির জন্য নির্দিষ্ট ঋণ-প্রকল্পে অংশ গ্রহন করাতে কোনো বাধা নেই।

(গ) ঋণপরিশোধের জন্য ঋণপ্রদানকারীরা কোনো অন্যায় উপায়- যেমন অসময়ে বিরক্ত করা বা পেশি প্রদর্শন করা- ইত্যাদি গ্রহন করবে না।

(ঘ) যদি কখনো কোনো ক্ষেত্রে ঋণপ্রদানকারী ঋণ অ্যাকাউন্ট বদলি করার অনুরোধ পায়- ঋণগ্রহীতা বা ব্যাংকের কাছ থেকে তবে সে বিষয়ে তাদের সহমত বা আপত্তি অনুরোধ পাওয়ার ২১দিনের মধ্যে জানিয়ে দিতে হবে।

৩। বিধিসম্মত কাজের নিয়মাবলী, যা ২য় অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে সকল ঋণদানের ক্ষেত্রে আগাম জানাতে হবে, কিন্তু ১লা অগাস্ট, ২০০৩এর পরে না।ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থাগুলি নিজেদের নিয়ম তৈরী করতে পারে কিন্তু তা নির্দেশিকার আদর্শকে ক্ষুন্ন করে না। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থাগুলির বোর্ড একটি সুস্পষ্ট নীতি বানাবে।

৪। বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স সংস্থার ভিতর একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ তৈরী করবে যাতে এই বিষয় সংক্রান্ত অভিযোগের সমাধান করা যায়। এই কর্তৃপক্ষের কাজ হবে ঋণপ্রদানকারী সংস্থার অধিকারীকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে তা ঠিক তার পরের স্তরের মধ্যে মিটিয়ে ফেলা। বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স দেখবে যাতে বিধিসম্মত কাজের নিয়মাবলী ঠিক মতন মেনে চলা হয় ,এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ তাদের কাজ সঠিক ভাবে করে । এই বিষয়ের উপর একটি লিখিত বিবরণ নিয়মিত ভাবে বোর্ডের কাছে পেশ করতে হবে।

৫। নিয়মাবলী তৈরী, আবশ্যক ঋণের আবেদনপত্র, এবং বিভিন্ন শাখাতে তার বিলি-ব্যবস্থা ইত্যদির কাজ ২০০৩ এর জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। বিধিসম্মত কাজের নিয়মাবলী, যেটা ব্যাংক এবং আর্থিক

প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহন করবে সেটা তাদের ওয়েব-সাইটেও প্রদর্শিত করতে হবে। একটি কপি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকেও পাঠানো যাবে।

৬। দয়া করে প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

ইতি ভবদীয়,

(এম. আর. শ্রীনিবাসন)
চীফ জেনারেল ম্যানেজার ইন চার্জ